UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ

DATELINE UN

A MONTHLY NEWS BULLETIN FROM UNIC DHAKA

Discover natural fibres 2009

সেপ্টেম্বর ২০০৯ September 2009

২১তম বর্ষ নবম সংখ্যা Volume-XXI, No. IX

জাতিসংঘ সংস্কারের আহ্বানের মধ্য দিয়ে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন উদ্বোধন

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৪তম অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৪তম বার্ষিক অধিবেশন ১৫ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে। পরিষদের নতুন সভাপতি লিবিয়ার আলী ট্রেকির পূর্ণ ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের প্রতিনিধিত্ব সংবলিত সম্প্রসারিত নিরাপত্তা পরিষদ এবং নিজস্ব প্রস্তাব বাস্তবায়নের ক্ষমতা সংবলিত সাধারণ পরিষদ নিয়ে জাতিসংঘ সংস্কারের আহ্বানের মধ্য দিয়ে এ অধিবেশন শুরু হয়।

বর্তমানে ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবগুলোই প্রতিপালন বাধ্যতামূলক, ১৯২ সদস্যের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব নয়।

ড. ট্রেকি বলেন, 'যে সাধারণ পরিষদ সমগ্র বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করছে তার পথচলা বাধাবিঘ্নে ব্যাহত হচ্ছে।' উদ্বোধনী ভাষণে তিনি আরো বলেন, 'পরিষদ তার প্রস্তাব বাস্তবায়ন বা বলবৎ করতে পারে না। সাধারণ পরিষদের কথা শোনা ও শ্রদ্ধা করা এবং তার প্রস্তাবের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে তার আন্তর্জাতিক বৈধতা পুনরুদ্ধারে সংস্কার করতে হবে।'

নিরাপত্তা পরিষদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আফ্রিকার রাষ্ট্রসংখ্যা ৫৩ হলেও কোনোটিই স্থায়ী সদস্য নয়–স্থায়ী সদস্য কেবল চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। একই অবস্থা ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ফোরামেরও, যেগুলোতে বিশ্বের অর্ধেকের বেশি অধিবাসীর বাস। তিনি ঘোষণা করেন, 'নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার ও সাধারণ পরিষদকে বেগবান করা অপরিহার্য, যাতে তারা তাদের ভূমিকা ব্যাপকভাবে পালন করতে পারে।'

বিশ্ব পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ড.

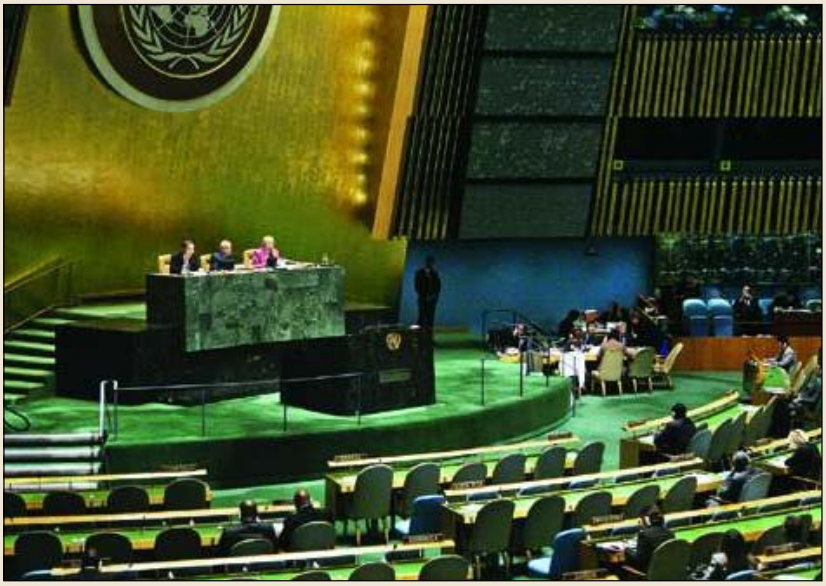

ট্রেকি সমস্যা সমাধানে নিষেধাজ্ঞা ও অবরোধ নয় বরং সংলাপ ও পারস্পরিক সমঝোতার আহ্বান জানিয়ে বলেন, নিষেধাজ্ঞা ও অবরোধ নিষ্ফল এবং তা বিরোধিতা ও বিদ্রোহ বাড়িয়ে তোলে। তিনি আরো উলে-খ করেন যে, ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। তিনি বলেন, 'একটি অসম বিশ্বে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার বিদ্যমানতা আশা করতে পারি না।'

সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করে তিনি এর মুল কারণ ও অনুকূল উপাদানগুলোর প্রতি নিবিড় মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে এটা সত্য যে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র এটা চালাচ্ছে; রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ হলো নিষ্ঠুরতম সন্ত্রাসবাদ।'

মধ্যপ্রাচ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ফিলিস্তিনি জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং জাতিসংঘ প্রস্তাব অনুযায়ী তার নিজস্ব ভূমিতে প্রত্যাবর্তন হলো বিশ্বের এই স্পর্শকাতর অংশে শান্তি ও নিরাপত্তা দ্রুত বাস্তবায়নের দুটি মৌলিক শর্ত।'

ইসরায়েলের নামোলে-খ না করে তিনি বলেন, 'বসতি স্থাপন কার্যক্রমের অবসান ঘটাতে হবে, সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এর নিন্দা করছে। অবৈধ ও বেআইনি বসতির অপসারণ প্রস্তাব অনুযায়ী নিরাপত্তা ও ন্যায়ানুগ শান্তি অর্জনে সহায়তা করবে, যে প্রস্তাব আমাদের প্রতিপালন করতেই হবে।'

ড. ট্রেকি আগামী ডিসেম্বরে কোপেনহেগেনে জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনের জন্য সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) মহাসচিব বান কি-মুন আহুত জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষ সম্মেলনে অগ্রগতি অর্জনের আহ্বানও জানান।

তিনি ২০১৫ সালের মধ্যে বেশকিছু সামাজিক ব্যাধি নির্মূলের উদ্দেশ্য সংবলিত মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (এমডিজি) অর্জনে বাড়তি প্রচেষ্টা চালানো এবং পারমাণবিক ও অন্যান্য ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তাররোধ ও নির্মূলের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান।

সাধারণ আলোচনা

সাধারণ পরিষদের ২০০৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির ৬৩/৫৫৩ সংখ্যক সিদ্ধান্ত ক্রমে সাধারণ পরিষদের ৬৪তম অধিবেশনের সাধারণ আলোচনা বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত চলবে। ২০০৩ সালের ১৯ ডিসেম্বরের ৫৮/১৫৬ সংখ্যক প্রস্তাব অনুসারে ৬৪তম অধিবেশনের নবনির্বাচিত সভাপতির প্রস্তাব অনুযায়ী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনুষ্ঠেয় আলোচনায় 'আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশগুলোর মধ্যে বহুপক্ষীয়তা ও সংলাপ জোরদারের উদ্দেশ্যে বিশ্ব সঙ্কটের প্রতি কার্যকর সাড়া দেয়া

মান্যবর ড. আলী আবদুস সালাম ট্রেকি

সাধারণ পরিষদের ৬৪তম অধিবেশনের সভাপতি

মান্যবর ড. আলী আবদুস সালাম ট্রেকি ১০ জুন ২০০৯ তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৪তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

তিনি লিবিয়ার আফ্রিকান ইউনিয়ন বিষয়ক সচিব (মন্ত্রী)। এ পদে ২০০৪ সাল থেকে তিনি অধিষ্ঠিত রয়েছেন। ড. ট্রেকি জাতিসংঘের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান নিয়ে সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদে আসীন হয়েছেন। তিনি ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বিশ্ব সংস্থায় তাঁর দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সময়ে তিনি সাধারণ পরিষদের চতুর্থ কমিটির (উপনিবেশ বিলোপ) সভাপতিও ছিলেন। তিনি ১৯৮৬ সালে, ১৯৯০ এবং সবশেষে ২০০৩ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনে লিবিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন। এর আগে ১৯৮২ সালে তিনি সাধারণ পরিষদের ৩৭তম

অধিবেশনে সহ-সভাপতি ছিলেন। কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ড. ট্রেকি ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত ফ্রান্সে লিবিয়ার রাষ্ট্রদূত, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত কায়রোয় (মিসর) লীগ অব অ্যারাব স্টেটসে স্থায়ী প্রতিনিধি এবং ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ড. ট্রেকি আফ্রিকান ইউনিয়ন সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং আফ্রিকায়, বিশেষ করে সুদান, শাদ, ইথিওপিয়া/ ইরিত্রিয়া ও জিবুতি/ইরিত্রিয়া এবং বসনিয়া ও হারজেগোভিনা, সাইপ্রাস ও ফিলিপাইনের মতো বিশ্বের অন্যান্য অংশে বিভিন্ন সংঘাত নিরসনে মধ্যস্থতায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

চার দশকের পেশাজীবনে ড. ট্রেকি সাবেক আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা এবং আরো সম্প্রতি আফ্রিকান ইউনিয়নের নির্বাহী পরিষদের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকসহ অগণিত আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলন ও সম্মেলন লিবীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এছাড়া তিনি লীগ অব অ্যারাব স্টেটসের শীর্ষ সম্মেলন ও সম্মেলনে লিবীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবং ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত লীগের কাউন্সিল অব মিনিস্টারসে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া তিনি ইসলামি সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ সম্মেলন ও মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে তাঁর দেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবং ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর কাউন্সিল অব মিনিস্টারসে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া তিনি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনগুলো এবং ১৯৭৯ সালে কিউবায় আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে লিবীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

ড. ট্রেকি যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন এবং বিশ্বের বেশ কয়েকটি সরকারের দেয়া পদকে ভূষিত হয়েছেন। ড. ট্রেকি ১৯৩৮ সালে লিবিয়ার মিসরাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লিবিয়ার বেনগাজিতে গেরিওনেস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছেন এবং ফ্রান্সের টোলুসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনৈতিক ইতিহাসে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি আরবি, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় পারদর্শী। ড. ট্রেকি বিবাহিত এবং চার সন্তানের জনক।

বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন-৩

জেনেভা, ৩১ আগস্ট-৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯

সম্মেলনের বিবৃতি

বিশেষজ্ঞ অংশের সারসংক্ষেপ

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের মানুষ জলবায়ুর পরিবর্তিতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের বহুমুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, যার জন্য পরিবার, সম্প্রদায়, দেশ ও অঞ্চল থেকে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কাঠামো কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক ফোরামগুলো পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে সুচিন্তিত ও সুবিদিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন। ঐসব সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্ভাব্য সর্বোত্তম জলবায়ু বিজ্ঞান ও তথ্যের সুবিধা লাভের এবং জলবায়ু পরিসেবার মাধ্যমে এই তথ্যের কার্যকর প্রয়োগের সুযোগ থাকতে হবে।

১৯৭৯ ও ১৯৯০ সালের প্রথম দুটি বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন জলবায়ুর চ্যালেঞ্জের ধরন অনুধাবন এবং ব্যাপক ও জোরালো জলবায়ু পরিসেবা গড়ে তোলার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনার লক্ষ্যে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম সৃজনের ভিত্তি রচনা করে, যা বর্তমানে সব দেশ ও প্রকৃতপক্ষে সমাজের প্রতিটি খাতেরই কাঙ্ক্ষিত। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব-ুএমও) ও এর সহযোগীরা বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের (ডব-ুসিসি-৩) আয়োজন করে, যার উদ্দেশ্য ছিল দেশগুলোকে আগামী দশকগুলোতে জলবায়ু পরিসেবার একটি উপযুক্ত বিশ্ব কাঠামো সম্মিলিতভাবে বিবেচনার সুযোগ দেয়া, যা প্রতিটি দেশ ও সমাজের জলবায়ু সংবেদনশীল প্রতিটি খাতকে আন্তর্জাতিক জলবায়ু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাম্প্রতিক ও বিকাশমান অগ্রগতির মাধ্যমে জলবায়ু সম্পর্কিত পূর্বাভাসের ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্র এবং তথ্য পরিসেবার সুযোগ গ্রহণ ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা করবে। ডব-ুসিসি-৩-এর বিশেষজ্ঞ অংশের উদ্দেশ্য ছিল সম্মেলনের উচ্চ পর্যায়ের অংশের বিবেচনার জন্য একটি নতুন বিশ্ব জলবায়ু পরিসেবা কাঠামোর অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপকভিত্তিক সর্বস্তরের জলবায়ু বিজ্ঞানী, জলবায়ু বিষয়ক তথ্যদানে বিশেষজ্ঞ এবং জলবায়ু বিষয়ক তথ্য ও পরিসেবা ব্যবহারকারীদের একটি ব্যাপক আলোচনায় নিয়োজিত করা।

তথ্য ও উপাত্ত

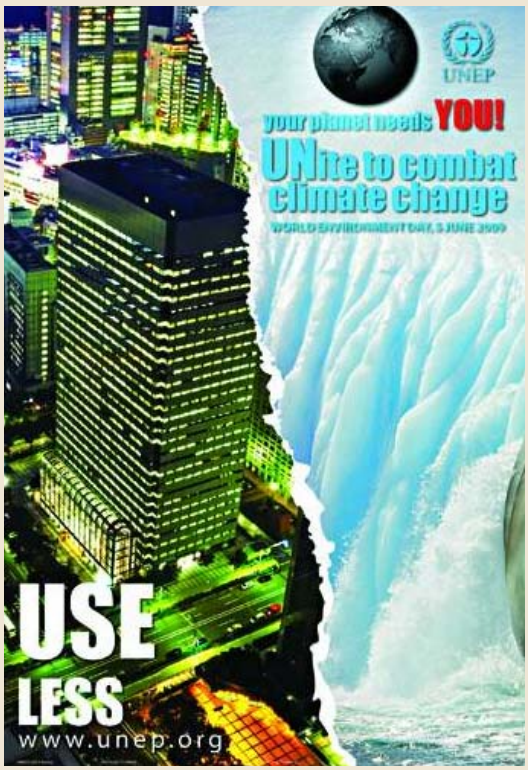

- জলবায়ুর মডেলগুলোর প্রক্ষেপণ হলো যে, গড় নদীগুলো কূল ছাপিয়ে প-াবিত হবে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উঁচু স্থান ও কোনো কোনো আর্দ্র উষ্ণ এলাকায় পানির প্রাপ্যতা শতকরা ১০ থেকে ৪০ ভাগ বেড়ে যাবে। [জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্ত ঃসরকারি প্যানেল (আইপিসিসি)]
- কোনো কোনো মডেলের প্রক্ষেপণ হলো যে, বিষুবরেখা থেকে কাছে ও মধ্যবর্তী দূরত্বের শুষ্ক অঞ্চলগুলোতে পানির প্রাপ্যতা শতকরা ১০ থেকে ৩০ ভাগ কমে যাবে। ২০২০ সাল নাগাদ সাড়ে সাত কোটি থেকে ২৫ কোটি লোক পানির জন্য দুর্দশার সম্মুখীন হবে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ৩৫ থেকে ৬০ কোটি লোক এ সমস্যায় পড়বে। [আইপিসিসি]
- বিশ্বে একশ' কোটির বেশি লোক পরিষ্কার পানির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। [জাতিসংঘ]
- উপকূল অঞ্চলের প্রায় ২০ কোটি লোক প-াবনের ঝুঁকিতে রয়েছে; কেবল দক্ষিণ এশিয়ায়ই উপকূলে পানি বৃদ্ধির ঝুঁকিতে রয়েছে ৬ কোটির বেশি লোক। [আইপিসিসি]
- খরা ও মরুবিস্তারে বিশ্বে ১শ' ২০ কোটির বেশি লোকের জীবিকা হুমকির সম্মুখীন [জাতিসংঘ মরুবিস্তার কনভেনশন (ইউএনসিসিডি)]।
- ইথিওপিয়ায় সাম্প্রতিক খরায় আড়াই কোটি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। [অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল)
- ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক পানি সমিতি কংগ্রেসে বিশেষজ্ঞবৃন্দ ব্যাপক খরা, বন্যা ও রোগব্যাধি পরিহারে পানি অবকাঠামোতে বর্তমানে বছরে ৮ হাজার কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ দ্বিগুণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। [আন্তর্জাতিক পানি সমিতি কংগ্রেস]
- অস্ট্রেলিয়ায় ২০০৬ সালের খরার সময় দেখা গেছে, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া রাজ্যে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ১৯০০ সালের পর সর্বনিম্ন। [ডব-ুএমও]
- ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১৮ থেকে ৫৮ সেন্টিমিটার বেশি হবে, স্থলভাগের বরফপিন্ড সম্প্রতি যে ত্বরান্বিত হারে গলছে তা অব্যাহত থাকলে এই উচ্চতা আরো ১০ থেকে ২০ সেন্টিমিটার বেড়ে যাবে। [আইপিসিসি]
- অ্যানডিয়ান হিমবাহের ক্ষতির কারণে ৩ কোটি লোকের পানি সরবরাহ বিঘ্নিত হবে। [বিশ্বব্যাংক]
- মুরে-ডারলিং অববাহিকা কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় মুরে-ডারলিং অববাহিকা নদী ব্যবস্থায় ব্যবহারযোগ্য পানি সংরক্ষিত ছিল ধারণ ক্ষমতার শতকরা ১৬ ভাগ, যা বছরের সে সময়ের স্বাভাবিক স্তরের শতকরা ৭৩ ভাগ নিচে। [ইউএনসিসিডি]

তথ্য ও উপাত্ত

- উন্নয়নশীল দেশগুলো, বহুলাংশে আফ্রিকার উপসাহারা ও ল্যাটিন আমেরিকার খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য শতকরা ৪০ ভাগ খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়াতে হবে, পানি সেচ বাড়াতে হবে কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ ও অতিরিক্ত ১০ কোটি থেকে ২০ কোটি হেক্টর কৃষি জমির প্রয়োজন হবে। [এফএও]
- চলতি শতকের শেষ নাগাদ অপুষ্টির শিকার শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ লোকের বাস আফ্রিকার উপসাহারায় হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। [এফএও]
- বর্তমানে বিশ্বে আবাদযোগ্য ১শ' ৪০ কোটি হেক্টর জমিতে ফসলের চাষ হয় আর ২শ' ৫০ কোটি হেক্টর জমি ব্যবহৃত হয় চারণভূমি হিসেবে। [এফএও]
- বিশ্বের শতকরা ৭৫ ভাগ সুপেয় পানি ব্যবহৃত হয় কৃষি কাজে। [এফএও]
- শতকরা ২৫ ভাগ কার্বন-ডাই অক্সাইড উদ্গিরণের জন্য দায়ী কৃষি খাত, মানবিক কর্মকান্ডে উদ্গিরণ হয় শতকরা ৫০ ভাগ মিথেন ও শতকরা ৭৫ ভাগের বেশি নাইট্রোজেন অক্সাইড। [এফএও]
- বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা ১

থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে তার মধ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে; কিন্তু তাপমাত্রা এ পর্যায় ছাড়িয়ে গেলে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাবে বলে উলে-খ করা হয়েছে। [আইপিসিসি]

- বিষুবরেখার নিকটবর্তী, বিশেষ করে মৌসুমের দিক থেকে শুষ্ক ও উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলে স্থানীয় তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমলেই শস্যের ফলন কমে যাবে। [আইপিসিসি]
- বিষুবরেখার মধ্য ও দুরবর্তী অঞ্চলে তাপমাত্রা ১ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়লে ফসলের ধরনের ওপর নির্ভর করে উৎপাদন কিছুটা বাড়তে পারে। [আইপিসিসি]
- আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে বৃষ্টি-নির্ভর কোনো কোনো ফসলের উৎপাদন ২০২০ সাল নাগাদ শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। ২১০০ সাল নাগাদ সাহারার কোনো কোনো এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি খাতের ক্ষতি হতে পারে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা ২ থেকে ৭ ভাগ। [আইপিসিসি]
- ভূমির মান অবনতির কারণে ২৫ কোটির বেশি লোক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর ১শ'র বেশি দেশে ১শ' কোটির মতো লোক এর ঝুঁকিতে রয়েছে। [ইউএনসিসিডি]
- বনাঞ্চলকে প্রধানত কৃষি জমিতে রূপান্তরিত করার ফলে প্রতি বছর ১ কোটি ২৯ লাখ হেক্টর জমির বন উজাড় হচ্ছে। [এফএও]
- ২০০০ থেকে ২০০৫ সালে প্রতি বছর ৭৩ লাখ হেক্টর বনভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। [এফএও]

তথ্য ও উপাত্ত

ম্যালেরিয়ায় বছরে ৯ লাখ লোক মারা যায়, যে মৃত্যুর শতকরা ৮০ ভাগের বেশি ঘটে আফ্রিকার উপসাহারায়। [ডব-ুএইচও]

প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আগামী দশকের মাঝামাঝি নাগাদ আফ্রিকায় ম্যালেরিয়ার ঝুঁকিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা বেড়ে ৮ কোটির বেশি হবে। [যুক্তরাজ্য সরকার]

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কোনো কোনো দেশে ২০৩০ সাল নাগাদ উদরাময়ের প্রকোপ শতকরা ১০ ভাগ বেশি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। [ডব-ুএইচও]

তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে জলবায়ুর নিরিখে ম্যালেরিয়ার ঝুঁকিতে থাকা লোকের হার শতকরা ২ থেকে ৩ ভাগ বেড়ে যাবে, সংখ্যায় যা হবে কয়েক কোটি। [ডব-ুএইচওর মাধ্যমে লানচেট]

২০০৭ সালে ইতালিতে এশীয় বাঘা মশার কামড়ে শত শত লোক চিকুনগুনিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়। এই মশাবাহিত ভাইরাসে ডেঙ্গু ও পীতজ্বরও হয়। ২০০৭ সালের আগে এই ভাইরাসজনিত জ্বরে আক্রান্ত হলেও তা ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা। [ডব-ুএইচও]

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১৯৭০ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রতি বছর ডেঙ্গু মহামারীতে আক্রান্তের সংখ্যার সঙ্গে লা নিনার উষ্ণতর ও আর্দ্রতর অবস্থার একটা সুস্পষ্ট পারস্পরিক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়েছে। [ডব-ুএইচওর মাধ্যমে লানচেট]

ইউরোপে ২০০৩ সালের তাপপ্রবাহে ঐ মহাদেশে অতিরিক্ত প্রায় ৭০ হাজার লোক মারা গেছে। [ডব-ুএইচও]

২০০৭ সালে বুলগেরিয়ায় তাপপ্রবাহে মাত্র চারদিনে দেড় হাজারের বেশি অগ্নিকান্ডঘটে। [ডব-ুএমও]

২০০৬ সালে বালুঝড়ে গণচীনের এক-অষ্টমাংশ এলাকা ঢেকে যায়। [ডব-ুএমও]

কলম্বিয়ায় ১৯৭০ সালের পর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দ্বিগুণ হয়ে গেছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে এর সম্পর্ক দেখা গেছে। [বিশ্বব্যাংক]

১৯৯১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৩শ' ৪৭ কোটি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এর মধ্যে ৯ লাখ ৬০ হাজার লোক মারা গেছে এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে ১.১৯৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের। [ইউএন/আইএসডিআর]

বিগত ৫০ বছরে যত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে তার শতকরা নব্বই ভাগই হয়েছে হাইড্রোমিটিয়রলজিক্যাল কারণে। [সেন্টার ফর রিচার্স অন এপিডেমিয়লজি অব ডিজেস্টারস]

১৯৫৬ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো আবহাওয়া, পানি ও জলবায়ু সংশি-ষ্ট কারণের যেটিতেই হানা দিক না কেন, তা প্রায় ১০ গুণ বেড়েছে; কিন্তু এজন্য যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে তা বেড়েছে ৫০ গুণ। তবে বর্ধিত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও বিশেষ করে ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভুল প্রাক্সতর্কীকরণের ফলে প্রাণহানি হয়েছে বলে জানানো হয়েছে তা ১৯৫৬-১৯৬৫ দশকের ২৬ লাখ ৬০ হাজার থেকে ১৯৯৬-২০০৫

দশকে ২ লাখ ২০ হাজারে নেমে এসেছে। [ডব-এমও]

বিশ্বের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২১০০ সাল নাগাদ ১৮ থেকে ৫৮ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাবে, মেরু অঞ্চলের বরফপিন্ড সম্প্রতি যে হারে গলছে তা অব্যাহত থাকলে এই উচ্চতা আরো ১০ থেকে ২০ সেন্টিমিটার বাড়তে পারে। [আইপিসিসি] সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ, ভারত ও চীনে লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে। [মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর]

পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকাসহ আফ্রিকার উপসাহারায় ২০০৮ সালে ভারি বৃষ্টিপাতের ফলে জিম্বাবুয়েতে মারাত্মক বন্যা হয় এবং বর্ষায় পশ্চিম আফ্রিকায় ৩ লাখের বেশি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। [ডব-এমও]

জলবায়ু পরিবর্তনের মডেলে আভাস দেয়া হয়েছে যে, পৌনঃপুনিকতা ও প্রচন্ডতায় দাবানলের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকার ফলে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। [আইপিসিসি]

২০০৮ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে ঘূর্ণিঝড় নারগিসে মিয়ানমারে ৮৪ হাজার লোক প্রাণ হারায়। [ডব-এমও]

২০০৮ সালের জানুয়ারিতে চীনের দক্ষিণাঞ্চলের ১৫টি প্রদেশের ১৩ লাখ বর্গকিলোমিটার এলাকা বরফে আস্তৃত হয়ে যায় এবং এ অঞ্চলে নিরন্তর নিম্ন তাপমাত্রা ও হিমশীতলতা অনুভূত হয়। [ডব-এমও]

২০০৮ সালে ভারত, পাকিস্তান ও ভিয়েতনামসহ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারি মৌসুমি বৃষ্টিপাতে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। এতে ভারতে ২ হাজার ৬শ'র বেশি লোক প্রাণ হারায় ও ১ কোটি লোক বাস্তুচ্যুত হয়। [ডব-এমও]

১৯৬০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত চীন বন্যা নিয়ন্ত্রণে ৩শ' ১৫ কোটি ডলার ব্যয় করে ১ হাজার ২শ' মার্কিন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে পেরেছে। [ইউএন/আইএসডিআর]

ভারতের অন্ধ্র প্রদেশে দুর্যোগ প্রশমন প্রস্তুতি কর্মসূচির ফলে ব্যয়ের অনুপাতে সুবিধা পাওয়া গেছে ৩:১৩। [ইউএন/আইএসডিআর]

২০০৫ সালে হারিকেন ক্যাটরিনা ও রিটায় মেক্সিকো উপসাগরে উপকূলবর্তী ১শ'র বেশি তেল ও গ্যাস প-াটফর্ম ধ্বংস ও ৫৫৮টি পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দুটি হারিকেনে তেল শিল্পের প্রত্যক্ষ ক্ষতি হয়েছে দেড় হাজার কোটি মার্কিন ডলারের। [খনিজ ব্যবস্থাপনা পরিসেবা, ২০০৬]

জলবায়ু পরিবর্তনের কতিপয় রূপরেখা অনুসারে, ব্রাজিলে প্রক্ষিপ্ত গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ২০৩০ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ ব্যবহার শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। [রিওডি জেনিরো ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়]

২০০৩ সালে ইউরোপে তাপপ্রবাহের কারণে ফ্রান্সে ৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুরোপুরি বন্ধ করে নিতে হয়। তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকলে জাতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা অন্তত ৩০ ভাগ ঝুঁকিতে পড়ে যেত। [আইপিসিসির মাধ্যমে লেটারড ও অন্যান্য]

২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বে জ্বালানির চাহিদা সরবরাহের চেয়ে শতকরা ২০ ভাগ বেশি হবে। [আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (আইইএ)]

জাপানে গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়বে প্রায় ৫০ লাখ কিলোওয়াট। আর ঠান্ডা করার পানির তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ালে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে শতকরা ০.২ থেকে ০.৪ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন কমবে শতকরা ১ থেকে ২ ভাগ। [আইপিসিসি]

১৯৯১-১৯৯২ সালে খরার

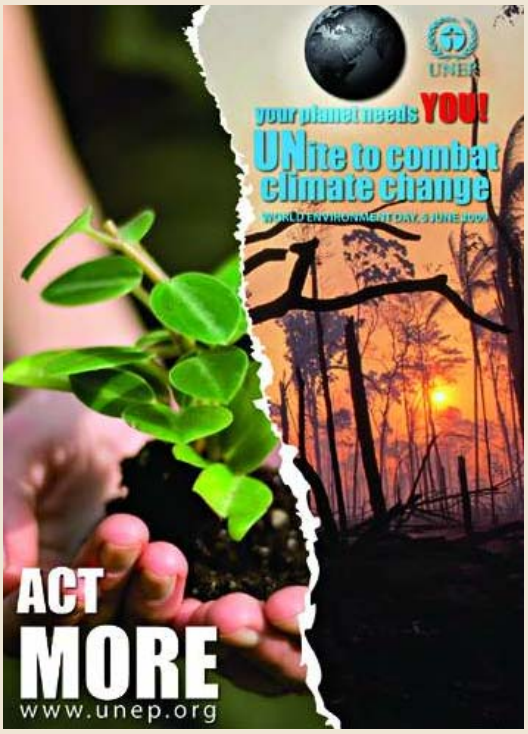

কারণে জিম্বাবুয়ের লেক কারিবা থেকে পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন হ্রাসের অর্থনৈতিক অভিঘাত হলো জিডিপিতে ১০ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার, রফতানি আয়ে ৩ কোটি ৬০ লাখ ডলার ও ৩ হাজার চাকরির ক্ষতি। [আইপিসিসির মাধ্যমে বেনসন ও ক্লে, ১৯৯৮]

আফ্রিকার উপসাহারায় জ্বালানি কাঠসহ জৈব উৎস থেকে ব্যবহৃত জ্বালানির শতকরা ৮০ ভাগের বেশি আসে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আফ্রিকায় জৈব উৎসের জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার প্রবণতা মারাত্মক আকার ধারণ করবে, এতে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। [আইপিসিসি]

২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় জ্বালানি ব-্যাকআউটের ফলে প্রায় ৫ কোটি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় ৫শ' ৮০ কোটি থেকে ১ হাজার ১শ' ৮০ কোটি মার্কিন ডলারের। [ধরিত্রী পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ বিষয়ক কমিটি]

শিল্প বিপ-বের পর থেকে সাগরগুলো শতকরা ৩০ ভাগ বেশি

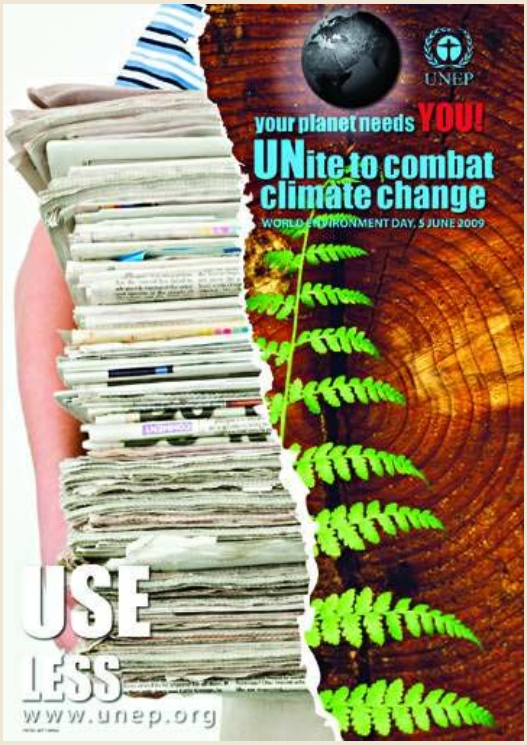

এসিড মিশ্রিত হয়ে গেছে। [আইওসিসিপি-ইউনেস্কো/আইওসি]

বিগত ২শ' বছর ধরে সাগরগুলো মানব কর্মকান্ডে নির্গত কার্বন-ডাই অক্সাইডের প্রায় অর্ধেক শোষণ করেছে, যার ফলে দীর্ঘমেয়াদি কার্বন জমা হয়েছে। [ন্যাশনাল ওসেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনওএএ)]

বিগত ২ কোটি ১০ লাখ বছরে যে হারে সাগর রসায়নের পরিবর্তন হয়েছে, বর্তমানে তার চেয়ে ১শ' গুণের চেয়ে বেশি হারে এ পরিবর্তন হচ্ছে। [আইওসিসিপি-ইউনেস্কো/আইওসি]

১৯৯৮ সালে একটি এল নিনোর সময় উষ্ণমন্ডলীয় সাগরবক্ষের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্যাপক একটি পরিষ্করণ প্রক্রিয়ার ফলে বিশ্বের শতকরা ১৬ ভাগ প্রবাল মরে যায়। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ ধরনের পরিষ্করণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে। [ইউনেস্কো]

প্রবাল পরিষ্করণের এই পৌনঃপুনিকতা প্রতি দশকে শতকরা ১.৬ ভাগ হারে বাড়ছে এবং প্রক্ষিপ্ত তাপমাত্রা বাড়লে ২১০০ সালের অনেক আগেই এই পরিষ্করণ প্রক্রিয়া বার্ষিক ভিত্তিতে উপনীত হবে। [ইউনেস্কো]

বর্তমান আঞ্চলিক তাপমাত্রার বাইরে প্রতি ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে উত্তর গোলার্ধের বৃক্ষসারি উত্তর দিকে ১শ' কিলোমিটার প্রসারিত হবে, আর এই বৃক্ষসারির সর্বদক্ষিণের সীমানা একই মাত্রায় পিছিয়ে যেতে পারে। [জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)]

দ্বীপাঞ্চলের প্রতি তিনটি গাছের মধ্যে একটি বিপন্ন, পাখির মধ্যে দ্বীপের শতকরা ২৩ ভাগ প্রজাতি হুমকির সম্মুখীন, এ ক্ষেত্রে বিশ্বের পাখিসংখ্যার শতকরা ১১ ভাগ মাত্র বিপন্ন। (জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল (আইপিসিসি)]

বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিতে রয়েছে। [আইপিসিসি]

যেসব প্রজাতির ওপর ব্যাপক সমীক্ষা চালানো হয়েছে সেগুলোর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিস্তরণ বা প্রাচুর্য কিংবা উভয় দিক থেকেই হ্রাস পাচ্ছে। তবে নাতিশীতোষ্ণ বনাঞ্চলের ক্ষেত্রে বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেখানে ১৯৯০ থেকে ২০০৫ সালে বার্ষিক বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০ হাজার বর্গকিলোমিটার হারে, আর একই সময়ে উষ্ণমন্ডলে বন উজাড় হয়েছে বার্ষিক ১ লাখ ৩০ হাজার বর্গকিলোমিটার করে। ১৬ হাজারের বেশি প্রজাতি বিলুপ্তির হুমকিতে রয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। [ইউএনইপি গে-াবাল এনভায়রনমেন্ট আউটলুক-৪]

বিগত শতাব্দীতে আলপস পর্বতমালার বৃক্ষ প্রজাতিগুলো একই সময়ে আলপসের মধ্যাঞ্চলে ০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১ মিটারের কম থেকে ৪ মিটার পর্যন্ত হারে অনেক উচ্চতায় সরে গেছে। [এফএও]

তথ্য ও উপাত্ত

- বিশ্বব্যাপী প্রতিদিন ১ হাজারের বেশি জাহাজ ও ৩ হাজারের বেশি বিমান জলবায়ু ও আবহাওয়া সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহে অবদান রাখছে। [ডব-ুএমও]
- ২০০৪ সালের এক জরিপে পার্বত্য জীবম□ল সংরক্ষণের শতকরা ৮০ ভাগ ব্যবস্থাপক জলবায়ু পরিবর্তনের শীর্ষ উদ্বেগ হিসেবে পর্যটন ও বিনোদনের ওপর অভিঘাতকে চিহ্নিত করেছেন। [জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো)]
- ২০০৪ সালের এক রিপোর্ট অনুযায়ী যুক্তরাজ্যের সড়ক নেটওয়ার্ক সরকারের এককভাবে সর্বাধিক ব্যয়বহুল সম্পদ। প্রধান প্রধান ট্রাঙ্ক রোড ও মোটরগাড়ি চলাচল সড়কের মূল্য ৬ হাজার ২শ' কোটি পাউন্ড স্টার্লিং। জলবায়ুর পরিবর্তিতা ও পরিবর্তন অন্যান্য প্রক্ষিপ্ত অভিঘাতের মধ্যে নদনদী ও সাগর সংশি-ষ্ট বন্যা, মহাসড়ক অবকাঠামোর অবনতি ও সড়ক নিরাপত্তা পরিবর্তনের বর্ধিত ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। [যুক্তরাজ্য পরিবহন দপ্তর]
- ২০০৬ সালে পর্যটন থেকে রাজস্ব আয় হয়েছে ৭৩ হাজার ৫শ' কোটি ডলার, যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বা ২২ হাজার ১শ' কোটি ডলার গেছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।

[ইউএনডব-ুটিও]

- জলবায়ুর মডেল রূপরেখা অনুসারে তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাওয়ার ফলে 'প্রাকৃতিকভাবে নির্ভরযোগ্য বরফ' আস্তৃত বলে বিবেচিত ইউরোপীয় আলপস পার্বত্য এলাকার স্কি এলাকার সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগের বেশি কমে ৬০৯ থেকে ৪০৪টিতে নেমে আসবে। [অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা/এবেগ ও অন্যান্য]
- ২০০০ থেকে ২০০৭ সালে ৫০টি স্বল্পোন্নত দেশে আন্তর্জাতিক পর্যটন বেড়েছে শতকরা ১১০ ভাগ। ফলে এটা অনেক উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের জন্য অন্যতম প্রধান স্থিতিশীল উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। [ইউএনডব-ুটিও]
- ভারতে ৭৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ কঙ্কাল রেলওয়ের বার্ষিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটের শতকরা ১৪ ভাগ ব্যয় হয় বৃষ্টিজনিত ভূমিধসের মতো চরম আবহাওয়ার অবস্থার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথ, সেতু ও অবকাঠামো মেরামতের কাজে। [জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল (আইপিসিসি)]

২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রক্ষিপ্ত উচ্চতা ৩১ থেকে ৬৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেলে উপকূল এলাকায় ভূমিক্ষয় ও লোনা পানির প্রবেশ বাড়বে এবং তাতে সৈকতের ক্ষতি হলে উপকূল এলাকায় পর্যটনের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। [আইপিসিসি]

১৯৯৮ সালে হারিকেন জর্জেসের পর ১০ দিনব্যাপী বন্ধ ও পরিচ্ছন্নতার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা কেইজে প্রায় ৩ কোটি ২০ লাখ ডলার রাজস্ব ক্ষতি হয়।
[মার্কিন পরিবেশ রক্ষা সংস্থা]

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের জন্য ব্রিফিং সেশন

৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীতে (নায়েম) প্রশিক্ষণরত ২৪ জন কলেজ গ্রন্থাগারিক গত ৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত এক ব্রিফিং সেশনে অংশগ্রহণ করেন। এতে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ কর্মকাণ্ডের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন। ইউনিক লাইব্রেরি কার্যক্রম ও সেবার ওপর বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান মো. মনিরুজ্জামান। পরে কলেজ গ্রন্থাগারিকগণ ইউনিক লাইব্রেরি পরিদর্শন করেন এবং তাদের সবাইকে এক সেট করে জাতিসংঘ সংক্রান্ত পুস্তিকা প্রদান করা হয়।

ব্রিফিং সেশনে অংশগ্রহণরত কলেজ লাইব্রেরিয়ানগণ

অংশগ্রহণকারীগণ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের লাইব্রেরি পরিদর্শন করছেন

অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

লাইব্রেরি পরিদর্শন শেষে গ্রুপ ছবিতে অংশগ্রহণকারী লাইব্রেরিয়ানগণ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org